দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12/4/78 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 1 ...

035

ফেরদৌসির শাহনামা। একটি কাহিনী কাব্যের পূর্ণাঙ্গ চিত্র। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে

বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা

(স্টাফ রিপোর্টার)

৩৫ ফিট লম্বা কোরান, অষ্ট কোণাকৃতি মিনি কোরান নবাব সিরাজউদ্দৌলা ব্যবহৃত গালিচা, শেরে বাংলা ফেজ টুপি, ১৫৯৯ সনের শাহনামার কপি এ রকম নানা ঐতিহাসিক সামগ্রীর সম্মিলন ঘটেছে ঢাকা যাদুঘরে।

ঢাকা যাদুঘর সম্প্রতি ইসলামী শিল্পকলার এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। গত ৩রা এপ্রিল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই বিশেষ প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনী ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে কয়েক শতাব্দীর যে বিরতিহীন মুসলিম শাসন সে সময়কালে বহু জাতির সংমিশ্রণে এই ইসলামী শিল্পকলার বিকাশ। বাংলাদেশে বাণিজ্য করেছেন আরব, তুর্কী, আফগান, মধ্য এশিয়া,

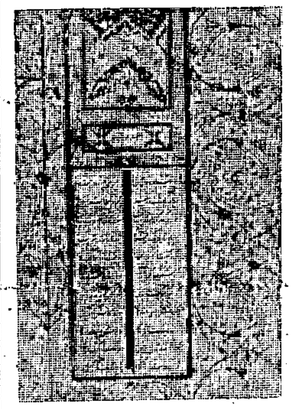

কারুকাজে খচিত কোরআনের রেহাল। উনবিংশ শতাব্দী।

এমন কি আফ্রিকার আবিসিনিয়া থেকে আগত মানব গোষ্ঠী। তাদের সাথে পৃথকভাবে এসেছে সুফী সাধকগণ। এদের সকলের অবদানে যে শিল্পকলার সৃষ্টি তাকেই এখানে ইসলামী শিল্পকলা নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য শিল্পকলার প্রকৃতির মতোই ইসলামী শিল্পকলাও কতকগুলো বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত। যেমনঃ ধর্মীয় কারণে আরবী লিপির ব্যাপক প্রচলন ইসলামী শিল্পকলার বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে। পান্ডুলিপি কোরান, ও অন্যান্য সাহিত্য কর্মে, স্থাপত্যের গায়ে, শিলালিপি বা মুদ্রায় এই বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। এর সাথে আছে ফুল-লতা বা জ্যামিতিক নকশার কত বিচিত্র বিন্যাস প্রয়োগ। শুধু লেখক বৈচিত্রেই নয়, পান্ডুলিপি চিত্রনেও মুসলিম শিল্পীরা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ফেরদৌসী, সাদী, জামী, নেজামী প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মনীষী রচিত কাহিনী কাব্যের অঙ্গ সজ্জা ও চিত্রনের উদাহরণ এই প্রদর্শনীতেও দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রদর্শনী

ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনীতে বার রকম সামগ্রী স্থান পেয়েছে। এক এক রকমে বহুবিধ সামগ্রী রয়েছে। প্রদর্শিত সামগ্রীর মোট সংখ্যা ৩৪১। ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনীর জন্য ঢাকা যাদুঘর কোন দেশ থেকে বা কোন স্থান থেকে আলাদাভাবে তেমন কিছু সংগ্রহ করেনি। বেশীর ভাগ সংগ্রহ যাদুঘরের নিজস্ব। স্থানাভাবে হয়তো সব সময় প্রদর্শিত হয়নি। 'ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনী' নামে ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় সামগ্রীর একটি বিশেষ প্রদর্শনী এটি। এতে আছে পান্ডুলিপি কোরান, অন্যান্য পান্ডুলিপি মোগল চিত্র, ক্যালিওগ্রাফি, মূলরং ছবি দলিল চিত্র, ইনস্ক্রিপসন, মুদ্রা, স্থাপত্য খন্ড, টেক্সটাইল, নকশাকরা ছবি, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি।

প্রদর্শনীর ৩৪১টি সংগ্রহের মধ্যে ৪টি ছাড়া বাকী সবগুলিই ঢাকা বাদুঘরের নিজস্ব, ৭টি দেশের নিদর্শনাদি এতে রয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে ১২৫৪ খৃষ্টাব্দের, আর সবচেয়ে নিকটতম হচ্ছে ১৯৭৭ সনের। জাহানারা বেগমের হাতে লেখা কোরান।

প্রদর্শনীর এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে মোগলরীতির চিত্র। এইসব চিত্রের মধ্যে রয়েছে অষ্টাদশ শতকে জল-রং মাধ্যমে অংকিত ঢাকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঈদ ও মুহররম মিছিলের চিত্রাবলী। আরো রয়েছে নকশা করা অলংকৃত বস্ত্র, পোশাকাদি, কার্পেট, চীনামাটি, কাচ ও ধাতুনির্মিত বাসনপত্র, কাঠ, হাতির দাতের কাজ, শিল্পকর্মমন্ডিত ঐতিহাসিক যুদ্ধাস্ত্র।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন

প্রদর্শনীর ৩৪১টি নিদর্শনই উল্লেখযোগ্য। তবু তার মধ্যে এমন কিছু নিদর্শন আছে যা ঐতিহাসিক গুরুত্বে ও সৌন্দর্যশীলতায় দর্শকদের আকর্ষণ করে বেশী। এগুলো হলোঃ ১৫৯৯ সনের শাহনামা, শেখ সাদীর কাব্য 'বুস্তান'—সম্রাট শাহজাহানের ব্যক্তিগত কপি, জামির জীবদ্দশায় নির্বাচিত কবিতা শরীর রুবাইয়াৎ, হাতে লেখা ৩৫ ফুট লম্বা কোরান, অষ্টকোণাকৃতি (প্রতি দিক ১১৮ ইঞ্চি) হাতে

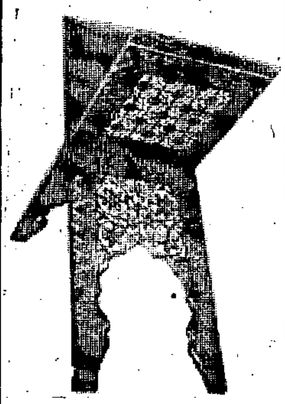

মোগল সম্রাট শাহজাহানের 'বোস্তান' কাব্যগ্রন্থের (রচনাঃ শেখ সাদী) নিজস্ব কপি।

ঢাকা যাদুঘরে বিশেষ প্রদর্শনী

লেখা কোরান, প্রাচীনতম কোরান (১৬১০ খৃষ্টাব্দ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা ব্যবহৃত গালিচা, ১২৫৪ খৃষ্টাব্দের প্রাচীনতম শিলালিপি, কারুকাজ খচিত রেহাল, কোরান বাঁধাই, টেক্সটাইল ডিজাইন মুসলমানদের কারুকাজ খচিত চিত্রকলা ইত্যাদি।

ক্যাটালগ

ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে ঢাকা যাদুঘর একটি চমৎকার ক্যাটালগ ছাপিয়েছে। এটি লিখেছেন ঢাকা যাদুঘরের পরিচালক ডঃ এনামুল হক। এতে বহু রিপ্রডাকশন আছে। প্রতিটি সংগ্রহ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য আছে। আর আছে সমগ্র ইসলামী শিল্পকলা সম্পর্কে একটা তথ্যবহুল ভূমিকা।

প্রদর্শনী ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।